জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ষোড়শ/১৬তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এম মতলুবুর রহমান, সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৬তম সভা ও মূলতবী সভা যথাক্রমে ০৮-০২-৮৮ইং ও ১৭-০৩-৮৮ইং তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লিখিত দু'দিন নির্ধারিত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ্যা/বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (সংযোজনীঃ তালিকা-১ ও তালিকা-২) নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় - ১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৫ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৫তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। আলোচ্য সভাতেও উক্ত কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণী পাঠ করার পর সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের নিকট থেকে এ বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে উপস্থিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ১৫ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভাবিত সবুজ পাট বা সিভিএল-১, আশু পাট বা সিভিই-৩, জো-পাঠ বা সিসি-৪৫ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা বা বিএইউ-৬৩ এর পুনঃ মাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি এ সভায় আলোচনা করা হয়। সাময়িকভাবে জাত অনুমোদন বিষয়টি যেহেতু পূর্ববর্তী সভায় বিলোপ ঘোষণা করা হয়েছে, তাই সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক উল্লিখিত জাত সমূহের পুনঃমাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১৫তম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভাবিত সবুজ পাট বা সিভিএল-১, আশু পাট বা সিভিই-৩, জো-পাট বা সি সি-৪৫ এবং বাংলদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা বা বিএইউ-৬৩ এর পুনরায় মাঠ মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাঠ মূল্যায়নেরপর সন্তোষজনক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্ধারিত ছকপত্রে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আবেদন পেশ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক অনুরোধ জানানো হবে। অনুরোধের জবাবে যদি কোনরূপ সাড়া না পাওয়া যায়, তবে উল্লিখিত জাতগুলোকে অনুমোদনপ্রাপ্ত জাতের তালিকা থেকে বাদ দেবার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈন্তা গোল মরিচ জাত এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈন্তা গোল মরিচ জাতের অনুমোদন প্রসংগে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মহোদয় এবং অন্যান্যদের মধ্যে ডঃ মামুনুর রশিদ, ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, জনাব আনোয়ারুল কিবরিয়া ও জনাব এম, এ, কুদ্দুস অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈন্তা গোল মরিচ এর জাতটি শুধু মাত্র চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহ ও সিলেট জেলায় চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

খ) উল্লিখিত অঞ্চলগুলো ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে জৈন্তা গোল মরিচ জাতের চাষাবাদের সম্ভাব্যতা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চালিয়ে যেতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হলুদের দু'টি জাত যথাক্রমে (ক) ডিমলা ও (খ) সিন্দুরী জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশের স্থানীয় বিভিন্ন হলুদের জাত থেকে এ দু'টি জাত নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, অন্যান্য স্থানীয় জাতের চেয়ে এ দু'টি জাতের ফলন বেশী হয় এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। মসলা ফসলের জাত বিশেষ করে হলুদের কোন জাত পূর্বে অনুমোদন লাভ করেনি। তাই উপস্থিত সদস্যগণ বর্ণিত হলুদের দু'টি জাত অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হলুদের দু'টি জাত যথাক্রমে (ক) ডিমলা ও (খ) সিন্দুরী বাংলাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়- ৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত মিষ্টি আলু দৌলতপুরী জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আলু গবেষণা কেন্দ্র স্থানীয় বিভিন্ন জাতের মিষ্টি আলুর উপর গবেষণা চালিয়ে দৌলতপুরী নামক জাতটি নির্বাচন করে। উচ্চ শর্করা সম্পন্ন জাত হিসাবে জাতটি স্থানীয় অন্যান্য মিষ্টি আলুর জাতের চেয়ে অধিক ফলন দেয়। এ জাতে কোন রোগের আক্রমণ দেখা যায়নি, তবে সামান্য পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা গিয়াছে। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ মামুনুর রশিদ জানান যে, সেচ এবং সেচ ছাড়া দু'ভাবেই এজাতের চাষাবাদ করা চলে। সেচ সহ চাষাবাদ করলে ফলন বৃদ্ধি পায়। আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মিষ্টি আলুর জাত দৌলতপুরী বাংলাদেশের সর্বত্র মিষ্টি আলু উৎপাদনকারী অঞ্চলে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট সুপারিশ করা হলো।

খ) সেচ-সহ ও সেচ-ছাড়া এবং সার প্রয়োগ সহ ও সার প্রয়োগ-ছাড়া বিভিন্ন ট্রায়েল সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চালিয়ে যেতে হবে এবং গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদেরকে জানাতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৪টি আখের জাত যথাক্রমে ঈশ্বরদী-১৮, ঈশ্বরদী-১৯, ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী ২১ এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের ৪টি জাত আই৫৯/৭৪ (ঈশ্বরদী-১৮), আই-৪৯/৭৫ (ঈশ্বরদী-১৯), আই-২৪/৭৬ (ঈশ্বরদী-২০) এবং আই-৪৯১/৭৬ (ঈশ্বরদী-২১) অনুমোদন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মহোদয়, জনাব আলী ইমাম, ডঃ এম,এ, করিম, ডঃ এফ, করিম, জনাব মুকিত ও শ্রী মধুসুধন সরকার অংশগ্রহণ করেন। উল্লিখিত ৪টি জাতের উপর মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় যেমন-ফসল উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, চিনি উৎপাদন ও মুড়ি চাষ প্রথার উপর ব্যাপক আলোচনার পর প্রস্তাবিত ৪টি জাতের মধ্য থেকে দু'টি জাত যথাক্রমে আই-৫৯/৭৪ ও আই- ২৪/৭৬ কে ঈশ্বরদী-১৮ ও ঈশ্বরদী-১৯ নামে অনুমোদনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দু'টি জাত আই- ৫৯/৭৪ ও আই- ২৪/৭৬ জাতকে যথাক্রমে ঈশ্বরদী-১৮ ও ঈশ্বরদী-১১ নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত স্বদেশী (মুখীকচু) ও লতীরাজ (পানিকচু) নামক দু'টি জাতের অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত মুখীকচু এমকে ০৬৫ (স্বদেশী) এবং পানিকচু পিকে ০৫১ (লতীরাজ) এর অনুমোদন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় জনাব মুকিত, ডঃ কবির, শ্রী মধুসুধন সরকার, ডঃ মামুনুর রশিদ ও ডঃ আমিরুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুখীকচু এমকে ০৬৫ (স্বদেশী) ও পানিকচু পিকে ০৫১ (লতীরাজ) নামক দু'টি জাতের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

খ) সুপারিশকৃত মুখীকচু এমকে ০৬৫ এর প্রস্তাবিত বাংলা নাম স্বদেশী এর পরিবর্তে সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর অন্য নাম বা নামের তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক নির্বাচন করে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বিবিধ।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির দু'দিনের সভায় বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদন প্রসংগে কয়েকটি সাধারণ বিষয় বা সংশ্লিষ্ট সকল জাত উদ্ভাবনকারী ইনস্টিটিউটের বেলায় প্রযোজ্য, তেমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নে সিদ্ধান্তগুলো উল্লেখ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) মাঠ মূল্যায়ন বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন যেন দায় সাড়া গোছের না হয় সে দিকে মূল্যায়ন দলের দলনেতা এবং মূল্যায়ন দলের সদস্যদেরকে সচেতন থাকতে হবে।

খ) জাত অনুমোদন সংক্রান্ত আবেদনপত্র কারিগরি কমিটিতে পেশ করার পূর্বে কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক তা ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। আবেদনপত্রে সংযোজিত তথ্যাদি সন্তোষজনক না হলে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের প্রজননবিদের নিকট তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ফেরত পাঠাবেন। অসম্পূর্ণ তথ্যাদি সম্বলিত আবেদনপত্র কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করা হবে না।

গ) যে সকল জাতের ফসল কৃষকের জমিতে ট্রায়েল করা হবে সে সকল ফসলের বেলায় সেচ সুবিধাসহ ও সেচ সুবিধা - ছাড়া, সার ব্যবহার-সহ ও সার ব্যবহার-ছাড়া বিভিন্ন উপাত্ত (data) কম পক্ষে ৩ (তিন) বছরের থাকতে হবে। অন্যথায় বোর্ড এর নিকট সুপারিশ করা যাবে না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
(মোঃ আব্দুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর
(ডঃ এম মতলুবুর রহমান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

(তালিকা-২)

০৮-০২-৮৮ইং (২৪-১০-৯৪ বাং) তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার উপস্থিত সদস্য, আমন্ত্রিত অতিথি, পর্যবেক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদের স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১।	ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডল, মহা-পরিচালক, বিএআরআই	"
২।	মোঃ আব্দুস সাত্তার, যুগ্ম-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	"
৩।	এ.কে.এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (সরেজমিন),	"
৪।	ডঃ আ.খ.ম. আমজাদ হোসেন, প্রধান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ,	"
৫।	মোঃ নাছির উদ্দিন আহমেদ, এসএস ও (উদ্যানতত্ত্ব), বিএআরআই	"
৬।	মোঃ ইব্রাহীম তালুকদার, সহযোগী ইক্ষু রোগতত্ত্ববিদ, এসআরটিআই	"
৭।	সৈয়দ আলী ইমাম, প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, এসআরটিআই	"
৮।	ডঃ এম এ করিম, প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ, এসআরটিআই	"
৯।	মোঃ ইয়াসিন আলী, পরিচালক, এসআরটিআই	"
১০।	ডঃ মামুনুর রশিদ, পরিচালক, আলু গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই	"
১১।	ডঃ মোঃ আঃ মান্নান, মহা-পরিচালক, ব্রি	"
১২।	এস.এ. মোকিত, প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	"